কলাবৃত্ত ছন্দ

অভিজিৎ মাইতি
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
মহীতোষ নন্দী মহাবিদ্যালয়
জাঙ্গীপাড়া, হুগলী

সংজ্ঞা

যে ছন্দের প্রত্যেকটি মুক্তদল একমাত্রার এবং রুদ্ধদল দুই মাত্রার হয়, পূর্ণপর্ব সাধারণত পাঁচ-ছয়-সাত মাত্রার হয়, ছন্দের মধ্যে একধরনের ধ্বনিতরঙ্গ অনুভব করা যায় এবং লয় হয় মধ্যম তাকে বলা হয় মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান বা কলাবৃত্ত ছন্দ

নামকরণের বৈচিত্র্যে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – সাধুছন্দ, নূতন ছন্দ
প্রবোধচন্দ্র সেন – মাত্রাবৃত্ত ছন্দ, কলাবৃত্ত ছন্দ
তারাপদ ভট্টাচার্য – মাত্রাবৃত্ত ছন্দ
অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় – ধ্বনিপ্রধান ছন্দ

বৈশিষ্ট্য

প্রথমত, কলাবৃত্ত ছন্দের প্রত্যেক মুক্তদল হয় একমাত্রার এবং রুদ্ধ দল হয় দুই মাত্রার।

দ্বিতীয়ত, কলাবৃত্ত ছন্দের প্রত্যেকটি পূর্ণ পর্ব পাঁচ, ছয় বা সাত মাত্রার হয়। সাধারণত চার মাত্রার হয় না এবং আট মাত্রার কখনই হবে না।

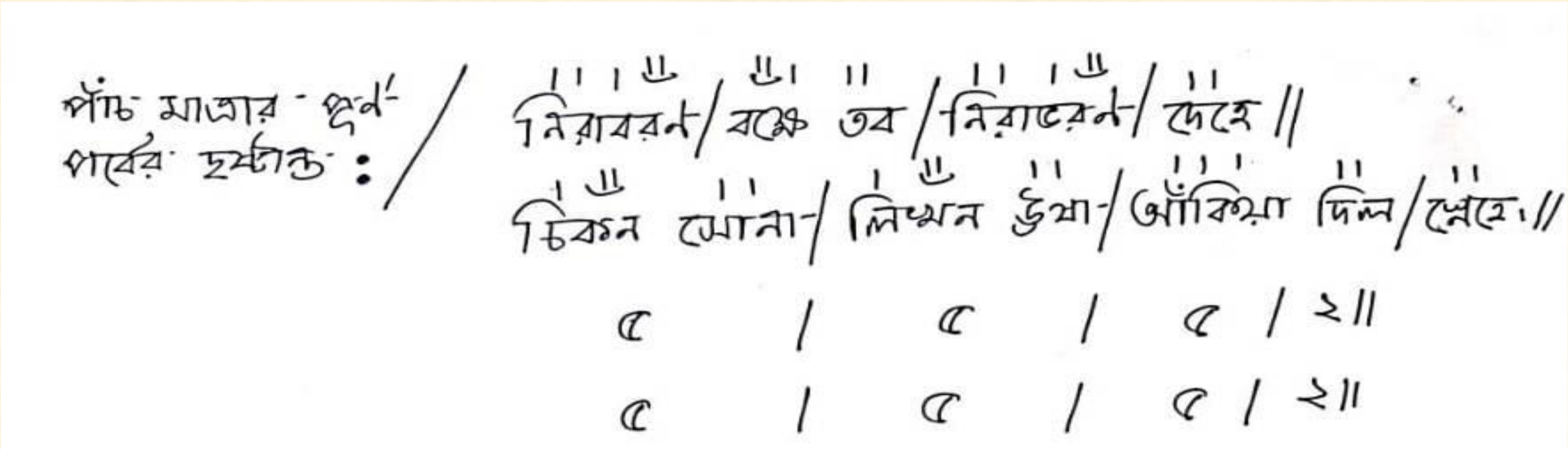
পাঁচ মাত্রার পূর্ণ পর্বের দৃষ্টান্ত :

নিরাবরণ/বক্ষে তব/নিরাভরণ/দেহে ||

চিকন সোনা/লিখন উষা/আঁকিয়া দিল/স্নেহে।||

৫ / ৫ / ৫ / ২||

৫ / ৫ / ৫ / ২||

ছয় মাত্রার পূর্ণ পর্বের দৃষ্টান্ত :

প্রেম বলে কিছু | নাই ; ||
চেতনা আমার / জড়ে মিশাইলে / সব সমাধান / পাই। ||

৬ / ২ ||

৬ | ৬ / ৬ / ২ ||

সাত মাত্রার পূর্ণ পর্বের দৃষ্টান্ত :

খাঁচার পাখি ছিল / সোনার খাঁচাটিতে / বনের পাখি ছিল / বনে ||

৭ / ৭ / ৭ | ২ ||

তৃতীয়ত, পাঁচ, ছয় এবং সাত মাত্রার পর্ব বলেই এই ছন্দরীতির লয় মধ্যম।

চতুর্থত, কলাবৃত্ত ছন্দরীতিতে একরকমের ধ্বনিতরঙ্গ পাওয়া যায়। এই ধ্বনির প্রাধান্য অন্য ছন্দরীতিতে কম।

পঞ্চমত, কলাবৃত্ত ছন্দের দুটি রূপ। একটি আধুনিক কলাবৃত্ত আর একটি প্রত্নকলাবৃত্ত। প্রত্নকলাবৃত্তে কখনও কখনও মুক্তদল প্রসারিত উচ্চারণে দুমাত্রা হয়। আর প্রত্নকলাবৃত্তে কখনও কখনও পূর্ণপর্ব আট মাত্রার হয়। নব্যকলাবৃত্তে এই আটামত্রার পর্ব কখনই দেখা যায় না।

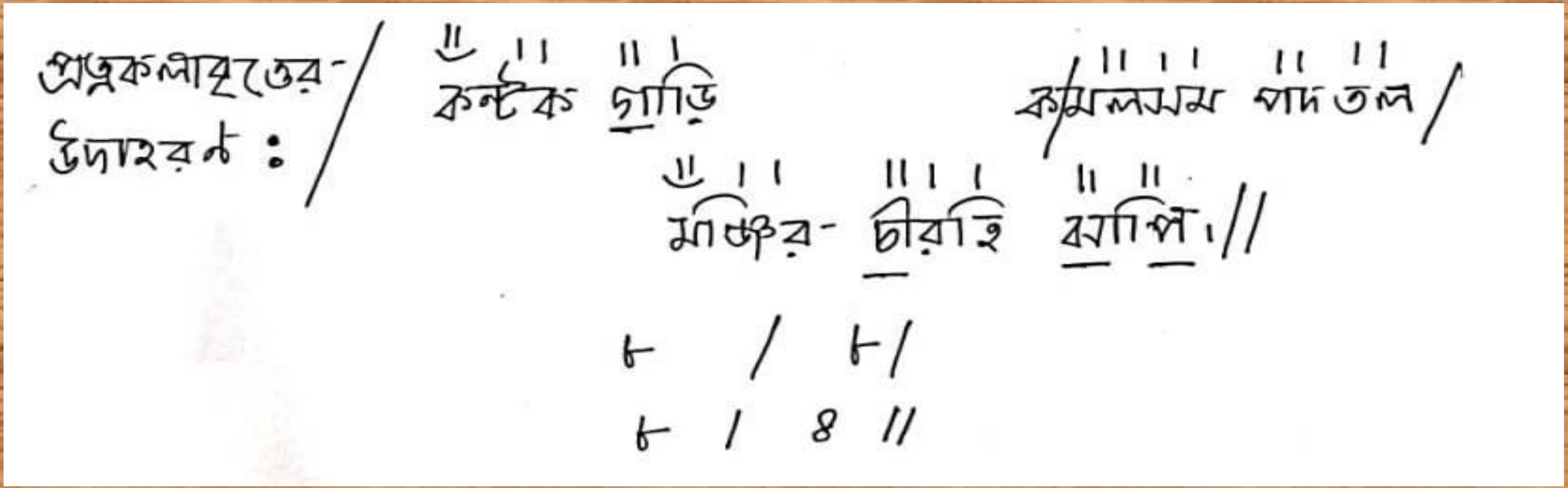

ষষ্ঠত, এই জাতীয় ছন্দ সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলা ভাষাতেও চর্যাপদ থেকে শুরু করে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা কবিতায় এই জাতীয় ছন্দের প্রত্নরূপটির প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "ভানুসিংহের পদাবলী" বা 'জনগণমন...' ইত্যাদিতে এই ছন্দের প্রত্নরূপটি ব্যবহার করেছেন। বস্তুত এই ছন্দের বর্তমান ও পরিচিত রূপটি রবীন্দ্রনাথের হাতেই আবির্ভূত ও পরিপক্বতা লাভ করে। রবীন্দ্র-কবিতার ধ্বনিব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে এই ছন্দরীতির ভূমিকা অসামান্য। আজও বাংলা কবিতায়, গানে এই ছন্দরীতি ব্যবহৃত হয়ে চলেছে।

ধন্যবাদ